JAN 7 2001

ছাত্রদলের বিদ্রোহী গ্রুপ নয়া কমিটির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবে

মামুন-অর-রশীদ ॥ শেষ পর্যন্ত সকল জল্পনাকল্পনার অবসান ঘটিয়ে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের 'বিদ্রোহী গ্রুপ' বিএনপির চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার নেতৃত্বের প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধা জানিয়ে সংগঠনের নবগঠিত কমিটির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার লক্ষ্যে ঐকমত্যে পৌঁছেছে।

(২ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

গতকাল শনিবার রাতে বিদ্রোহী গ্রুপের 'কীম্যানদের' দেয়া এক যুক্তিবিবৃতি ছাত্রদলের কমিটি গঠনের বিষয়ে বেগম জিয়ার দেয়া সিদ্ধান্তের প্রতি এই আস্থা জানিয়েছে। বিবৃতিটি গত '১' জানুয়ারি স্বাক্ষরিত হলেও বিশেষ টানাপোড়েনের কারণে পাঁচদিন পর গতকাল শনিবার এই বিবৃতি গভীর রাতে ফ্যাক্সযোগে পাঠানো হয়েছে। বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারী নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এর সত্যতাও পাওয়া গেছে। তবে গ্রুপ নিয়ন্ত্রকদের এই ভূমিকায় মাঠপর্যায়ের কর্মীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে।

বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারী বিদ্রোহী গ্রুপের নেতৃস্থানীয় ৮ জনের মধ্যে রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সভাপতি মনির হোসেন, মহানগর দক্ষিণের সভাপতি সাগীর আহম্মদ, জগন্নাথ কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সাত্তার, মহানগর উত্তরের সভাপতি মোঃ মামুন হাসান, হায়দার আলী লেলীন, কাজী রওনাকুল ইসলাম, রফিকুল আলম মজনু। বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বের প্রতি তাদের রয়েছে অগাধ শ্রদ্ধা, আস্থা ও অবিচল বিশ্বাস। তারা আরও বলেন, ছাত্রদলের কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়, বনানী অফিস ও বিএনপির বিভিন্ন নেতাদের বাসভবনে হামলার ঘটনা একটি মহলের ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের চেষ্টা। তারা এ ধরনের ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে বিদ্রোহী গ্রুপের নেতারা বলেছেন– খালেদা জিয়ার সঙ্গে তারা অতীতে ছিলেন, বর্তমানে আছেন, ভবিষ্যতেও থাকবেন এবং বেগম জিয়ার যেকোন সিদ্ধান্ত তারা মেনে নেবেন। বিবৃতি প্রসঙ্গে মনির হোসেন বলেন– ম্যাডাম আমাদের আস্থা ও বিশ্বাসের ঠিকানা, তার সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ক্ষেত্রে একটি মহলের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আমাদের ঐক্যবদ্ধ অবস্থান জানাতে এই বিবৃতি দিতে হচ্ছে। বিএনপির চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার নির্দেশেই ছাত্রদলের নবগঠিত কেন্দ্রীয় কমিটি সংঘাত এড়াতে আপাতত 'গো-স্লো' পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল। ছাত্রদলের বিদ্রোহী অংশটি এবার তাদের ক্ষোভ দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিতে কেন্দ্রীয় বিবাদের সূত্র ধরে জেলায়-জেলায় গ্রুপিং জোরদার করতে শুরু করে। সংগঠনের সকল গ্রুপের নেতাকর্মীরা সহসা এই গ্রুপিংয়ের মীমাংসা হচ্ছে না ধরে নিয়েই স্ব-স্ব অবস্থানে বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে এক অছাত্র নেতাকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে বিরাজমান এই দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত ছাত্রদল নামকাওয়াস্তে একটি সংগঠনে পরিণত করবে এই আশঙ্কা থেকে সমঝোতা প্রক্রিয়া ত্বরিত করা হয়েছে। কমিটি গঠনের দু'সপ্তাহ পরেও নবগঠিত কমিটির নেতৃবৃন্দ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যেতে পারেনি। এটি বেগম জিয়ার গঠিত কমিটির 'প্রেস্টিজ ইস্যু' হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ছাত্রদলের 'পিন্টু-লান্টু' কমিটি গঠন পরবর্তী উত্তেজনা প্রশমনের দায়িত্ব যে নেতার ওপর দেয়া হয়েছিল তিনি উপরে-উপরে সমঝোতা চেষ্টার ভান করলেও বিদ্রোহী গ্রুপকে প্রচ্ছন্নভাবে ইন্ধন দিয়ে যাচ্ছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। বিদ্রোহী গ্রুপের ক্ষোভ বিস্ফোভে রূপ নেয়ার পর বিএনপির চেয়ারপার্সনের নির্দেশে নবগঠিত কমিটির নেতৃবৃন্দ 'গো-স্লো' পদ্ধতিতে এগুতে থাকে। নবগঠিত কমিটির এই কৌশলী অবস্থান বিদ্রোহীদের আরও চাঙ্গা করে তোল। দু'পক্ষই তাদের নিজেদের অবস্থানের বিষয়ে স্থির ও অবিচল বিশ্বাসে কাজ করতে থাকে। নবগঠিত কমিটির নেতাদের বক্তব্য ছিল– বেগম জিয়ার সিদ্ধান্তের নড়চড় হয় না, তারা যেহেতু দায়িত্ব পেয়েছেন যেভাবে হোক তা পালন করবেন, অন্যদিকে একাধিক পদলোভী নেতাকর্মী নবগঠিত কমিটির শীর্ষ দু'নেতার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে যাচ্ছিলেন। পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনকালে ভাল পদ পাওয়ার লক্ষেই তারা এই লুকোচুরি খেলেছেন বলে ধারনা করা হচ্ছে। বিদ্রোহী গ্রুপের মধ্যে দু'একজন গোপন যোগাযোগও ফাটল ধরার কারণে এত সহজেই সমঝোতা সম্ভব হয়েছে।

নবগঠিত কমিটি গত ২৩ ডিসেম্বরে দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে আপাতত সহনশীলতার পরিচয় দিয়ে ধীরে চলার নীতি অনুসরণ করেছিল। নবগঠিত কমিটির যাকে নিয়ে মূলত দ্বন্দ্ব সেই নেতা কমিটি গঠনের ১৩ দিন পর গতকাল শনিবার ছাত্রদলের পল্টনস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ঘণ্টা দেড়েক অবস্থান করেছিলেন। এই সময়ে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। অন্যদিকে নবগঠিত কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাহাবুদ্দিন লান্টু বলেছেন– ক্ষুব্ধ নেতাকর্মীদের মেধা, যোগ্যতা এবং সংগঠনের প্রতি শ্রম কোন কিছুর ঘাটতি নেই। তাদের ক্ষোভ প্রশমিত হলে তাদের সঙ্গে নিয়েই লান্টু সংগঠনের কার্যালয়ে যাওয়ার আশা ব্যক্ত করেন। ছাত্রদলের এই সঙ্কট সম্পর্কে তিনি বলেন– ছাত্রদলে কোন সঙ্কট নেই, নেতৃত্বের প্রতিযোগিতার কারণে মান-অভিমান, ক্ষোভ থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

নবগঠিত কেন্দ্রীয় কমিটি আগামী ৯ জানুয়ারি মুক্তাঙ্গনে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পাঠ্যপুস্তক কেলেঙ্কারির প্রতিবাদে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল কর্মসূচী ঘোষণা করেছে। সারা দেশব্যাপী সকল ইউনিটে এই কর্মসূচী পালনের আহ্বান জানানো হয়েছে। আগামী ১৯ জানুয়ারি জিয়াউর রহমানের ৬৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নবগঠিত কমিটি বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নিয়েছে।